তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫১৭

উপস্থাপনা: জিল্লুর রহমান

আলোচক- জানিপপ চেয়ারম্যান ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ এবং টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম।

তারিখ-০৫.০৬.২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে যে যেখানে আছেন সবাইকে স্বাগতম তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য।একটা ভিন্ন ধরনের আবহাওয়ায় একটা ভিন্ন ধরনের পরিবেশে জীবনকে রক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। দেশে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন এবং সেটি সীমান্তবর্তী এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে আক্রান্ত সংখ্যা অনেকটা ঊর্ধ্বগামী এবং মৃতের সংখ্যা অনেকটা উঠানামা করছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই দেশের শিক্ষা সমাজ রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রে স্থবির হয়ে পড়েছে। অর্থনীতি কাগজে-কলমে অনেক গতিশীল কিন্তু বাস্তবে এটির চিত্র কি সেটি আসলে ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। আজকের অতিথি জানিপপ চেয়ারম্যান ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ এবং টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম। স্বাগতম আপনাদের দুইজনকে। প্রফেসর নাজমুল আহসান কোভিড পরিস্থিতিটা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে?

অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহঃ প্রায় বছর দেড়েক ধরে করোনা পরিস্থিতি চলছে। প্রথম ঢেউ দ্বিতীয় ঢেউ এলো এবং একেকটা ভেরিয়েন্ট যে আসলো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাদের চিন্তায় ফালিয়ে দিল ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাগুলোতে ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। এরপর আমরা নতুন যে তথ্য পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভিয়েতনামের হাইব্রিড ভেরিয়েন্ট যেটি আরো বেশি ভয়ঙ্কর। আমি মনে করি, মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ভেরিয়েন্ট গুলো মাথায় রেখে টিকা উদ্ভাবন করা হয়েছে পরবর্তীকালে নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসলে এই সকল প্রতিহত করতে পারবে কিনা এটি কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। ফলে অর্থনীতি, জীবনাচরণ বেঁচে থাকা এই বিষয়গুলো যুক্ত রয়েছে। ডিপোজিট এবং বায়োলজিক্যাল ওয়ার্কফেয়ারের যে আশঙ্কায় সবকিছু মিলিয়ে অনেকগুলো বড় বড় প্রশ্ন আমাদের সামনে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। ফল আমরা খুব কনফিউজড একটা স্টেটে আছি ওই অর্থে।

জিল্লুর রহমানঃ ভ্যাকসিন নিয়ে যে এক ধরনের সংকট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যার ভ্যাকসিন পাওয়ার যোগ্যতা আছে সে ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না। এই সংকটের মধ্যে যে বাংলাদেশে পরলো সেখান থেকে বের হবার উপায় কি বলে মনে করছেন?

অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহঃ সাধারণভাবে আপনি যদি দেখেন যে আমাদের ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের যে চাহিদা সেখানে আসলে সরবরাহ অপর্যাপ্ত। প্রতিশ্রুতি যে বিষয়গুলো সেখানে আসলে পলিটিক্স ইনভল্ভ হয়ে গেছে। এই যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত তারপর চীন-আমেরিকা এইসকল ভ্যাকসিন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ কিন্তু কাজ করছে। এইযে ভ্যাকসিন নিয়ে যে প্রাপ্যতা এবং ভ্যাকসিন পাওয়ার নিশ্চয়তা এই জিনিসগুলো এখন আসলে ধীর স্থির করে বলা যাচ্ছে না। প্রফিট মোটিভ এখানে কাজ করছে এবং সেইসঙ্গে জিওপলিটিক্স সবকিছু মিলে মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিংয়ের কিছু বিষয় রয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবে ভারত যেহেতু তাদের নিজেদের দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য আগে ভাবছে সে যত প্রতিবেশী দেশগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই পরে আসবে। ফলে নানা রকম সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে আমাদের।

জিল্লুর রহমানঃ আসবো আবার আপনার কাছে প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগম আপনার কাছে গোটা দেশে কোভিড পরিস্থিতি কি মনে হচ্ছে? টিকা নিয়ে যে এক ধরনের সংকটে এই সংকট কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে? এবং বাংলাদেশের সব সময় বেসরকারি সংস্থাগুলো এক ধরনের ভূমিকা থাকে কিন্তু এবারে ভূমিকা গুলো দৃশ্যমান নয় সেটা নিয়ে আপনি যদি কিছু বলতেন।

ড. হোসনে আরা বেগমঃ ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রার জিল্লুর রহমান, কলিমউল্লাহ স্যার এবং দর্শকদের। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে অধ্যাপক কলিমউল্লাহ স্যার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আমরা যারা মোটামুটি শিক্ষিত তারা তো আছেই কিন্তু সাধারন মানুষ হলে বাংলাদেশের লিমিটেড স্কেলে চিন্তা করে। তারা কোভিদের আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংক্রমণ, সীমিতকরণ এই বিষয়গুলোতে তারা খুবই নাজেহাল খুবই বিরক্ত। তারা দেখেছে কলেরা, বসন্ত, হাম কিন্তু এই রোগগুলো আসলে তিন মাসের বেশি ছিল না। তাদের কথা হচ্ছে যেহেতু এর সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে সেহেতু তাদের জীবিকা স্বাভাবিক ভাবে থাকতে হবে। যাদের সমর্থন রয়েছে তারা মাস্ক পরিধান করা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এই জিনিসগুলোতে তারা সম্মত হয়েছে। অনেকের সামর্থ্যই নাই।

এই লংটাইম কোভিদের কারণে অনেক লোক বেকার হয়েছে দারিদ্রতার পরিমাণ বেড়ে গেছে। এবং আপনার অনুষ্ঠানেই পরিসংখ্যানে মাধ্যমে তারা বুঝিয়েছেন প্রায় তিন কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। আর মানুষ যখন দরিদ্র হয় তখন তারা সেই নিয়ম নীতি পালনের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কেউ বলছে আল্লাহ ভরসা তারা আর পারছে না। যেমন আমাকে অনেকেই বলেছে, যেখানে দূরত্ব মেইনটেইন থাকবে এবং আমরা গাদাগাদি হব না সেখানেও কেন সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সেই জায়গাগুলোতে কেন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয় না। যদি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকত তাহলে তো আমাদের ডেনসিটি কমে যেত তাহলে আমরা ঐ সার্ভিস কেন্দ্রের যে যখন পারতাম তখন যেতাম। কিন্তু সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে আসলে একটা সময়ে সবাই যাচ্ছে এবং গাদাগাদি হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে একই সময়ে সবাই একত্রিত হচ্ছে। তেমন মসজিদে অসংক্রমণে কাছ থেকে সংক্রমনের জীবাণু আসবে। সুতরাং সরকারের নির্দেশ তাদের ব্যাখ্যা সঙ্গে তারা মেলাতে পারছে না। এরপর আমরা দেখছি ইলেকশন এবং বিভিন্ন অকেশন চালু রয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছেনা। সেই ছাত্রছাত্রীরা নিষিদ্ধ অনেক গেম খেলছে এবং আপনি হয়তো শুনেছেন সেই গেম খেলে অনেকে সুইসাইড করেছেন। অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা এসেছে এই করোনার কারণে। আবার যারা এক ডোজ টিকা নিয়েছে এবং অন্যটি পাচ্ছে না তারা বলছে যে এটা কেমন কথা আমরা কেন পর্যাপ্ত পেলাম না। তার জন্য নির্দেশনাগুলো আসলে সাইন্টিফিক এবং যুগোপযোগী আমাদের জাতীয় কমিটি থেকে

আসা দরকার। এবং সরকার কর্তৃক সাইন্টিফিক নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়িত করা দরকার। ব্যাংকে যদি আমরা দেখি যে, কিছু সময়ের মধ্যে মানুষ যে গাদাগাদি করছে এবং এতে সংক্রমণের হার আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। কেন ব্যাংক যদি আমরা ২৪ ঘন্টা খোলা রাখি তাহলে মানুষের ডেনসিটি কমে যাবে। এমন করে স্কুল কলেজে বারোটি করে যেহেতু ক্লাস আছে সেখানে দুইটি করে একেকদিন ক্লাস হলে খুবই ভালো হয় কারণ সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং। এতে বাচ্চাদের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এতে করে বাসাতে বিভিন্ন ধরনের নৃশংস কার্যকলাপও ঘটছে। এই যে এত বড় জনগোষ্ঠীকে আমরা যদি প্রপার এডুকেটেড না করতে পারি প্রপার ডিরেকশনে না নিতে পারি, তাদের অজ্ঞতার যদি দূর করতে না পারে ন্যূনতম কর্মসংস্থান যদি না দিতে পারি, তাহলে আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিজাস্টার হতে পারে বলে আমি মনে করছি। সেজন্য আমি মনে করি যে প্রাথমিক স্কুল গুলোতে না হোক কিন্তু উপরের দিকে ইউনিভার্সিটি, কলেজ সেগুলো যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের সংখ্যাটা আসলে বেশি হবে।

জিল্লুর রহমানঃ আমরা যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে বেসরকারি সংস্থাগুলো এবার এগিয়ে আসছে না কেন?

ড. হোসনে আরা বেগমঃ বেসরকারি সংস্থা কিন্তু করছে কিন্তু এটা আমাদের একটা দুঃখের বিষয় যে আমাদের কাজ গুলো আসলে মিডিয়া বা সংস্থাগুলোতে আসেনা। এর মধ্যেও আমরা মানুষের গরিবদের ঘরে ঘরে গিয়ে মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করা, তিন কোটি পরিবারকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি ঋণ সহায়তা দিচ্ছি। এবং আপনারা যদি গবেষণা দেখেন তাহলে দেখবেন যে ইনাদের স্বাস্থ্য বিধি মানার পরিমাণটা এখন বেশি, ইনাদের ডিসিপ্লিন বেশি, মাস্ক পড়ার পরিমাণ বেশি। কারণটা কি যেহেতু আমরা তাদের পাশে আছি, তাদেরকে সহায়তা করছি। আমরা তাদের কি সহায়তা করি নাই তারা যখন খেতে পারে নাই , তখন তারা না খেয়ে ছিল এমনটি কোথাও দেখা যাবে না। আমাদের এনজিওরা সবসময় তাদের সাথে আছে। ঋণ কিন্তু আমরা শুধু দিতেই থাকছি কিন্তু আদায় করতে পারছিনা কারন ঋণ আদায়ের একটা মোরাল বাধা রয়েছে করোনাকালীন সময়ে। তৃণমূল এলাকাতে আমরা বলেছি যে তোমরা ঋণ দিতে থাকো কিন্তু আদায় এখন করবে না কিন্তু এটিকে ব্যাংক কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আদায় করছে। ব্যাংক কিন্তু এটা বুঝছে না যে তোমরা তাদের ঋণ দিয়েছো কিন্তু তারা ঋণ দিতে পারছে না সুতরাং তোমাদের এখন কিস্তির দেয়া লাগবে না এটি কিন্তু বুঝছে না। ব্যাংককে কিন্তু আমাদের ঋণ দিতেই হচ্ছে। ফলে এনজিওদের আর্থিক সমর্থন অনেকটা কমে আসছে। তার পরেও খাদ্য, স্যানিটাইজেশন, মাস্ক, যাবতীয় সব কিছুর দিক দিয়েই কিন্তু এনজিওগুলো তাদের সহায়তা করে যাচ্ছে।

জিল্লুর রহমানঃ আমি আসবো আবার আপনার কাছে। কলিমউল্লাহ শুনছিলেন আপনি।আপনি যদি উনার বক্তব্যে পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলতে চান তবে বলতে পারেন এবং আমি আরেকটা কথাশুনতে চাইবো যে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেকেই কথা বলছেন। শিক্ষাব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই নানা রকমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করোনা আসার আগ থেকেই এবং করোনা এসে জিনিসটাকে যাচ্ছেতাই অবস্থানে নিয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সারভাইভ করার ব্যবস্থা কি? হোসনে আরা যেরকম বলছিলেন যে, সপ্তাহে প্রতিদিন না হোক কিন্তু একদিন দুইদিন খুলে উচিত। বিশেষ করে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট রা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদিও শিক্ষা মন্ত্রী বলছেন যে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো চাপ নেই সে কারণে খোলা হচ্ছে না। আপনি কি মনে করেন যে চাপ নেই বলে খুলে দেওয়া হচ্ছেনা নাকি বাস্তবতা পারমিট করছেন অ্যালাও করছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার বিষয়ে?

অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহঃ দেখুন মূল যেই বিষয়টা যে বেঁচে থাকলে তারপর শিক্ষা নেয়ার বিষয়টা আসে। এখন মূল যেই বিষয়টা সেটা হচ্ছে জীবনধারণ তাই সংকটাপন্ন এবং হুমকির মুখে। মূল বিষয়টা আসলে এটি বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাবে বিষয়টা অ্যাড্রেস করেছেন এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এভাবেই বিষয়টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে আমি মনে করি যে, আমাদের উপর পর্যাপ্ত চাপ নেই বলে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছি না এ বিষয়টা আসলে এভাবে উপস্থাপন না করলেই হতো। বিষয়টিকে ভাবে ব্যাখ্যা না করে সাইন্টিফিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আসলে বিষয়টি সবার সামনে ব্যাখ্যা করা দরকার। এর পাশাপাশি জীবন মূল্যবান অমূল্য। একটি জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য সরকারের নেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া। এখানে যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার সেটি আমাদের নিতে হবে। কখনোই সে আগের যুগে ফিরে যাওয়া যাবে না। এই বিষয়টা আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে নিতে হবে। আমরা এই বিষয়টা উত্থাপন চেষ্টা করি যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কড়া নাড়ছে। এবং সকল দেশ তাতে অবগাহন করার জন্য প্রস্তুত। এবং কোভিদ পূর্বকালে যে ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটি আরো আঁকড়ে ধরা জরুরি। এবং সম্প্রতি ইউজিসি পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুপারিশ পত্র গেছে। তাতে বলা হয়েছে অনলাইনে ক্লাসের পাশাপাশি অনলাইন পরীক্ষাও নেওয়া যায়। তারপর কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা হয় বলা হয়েছে অফলাইনেও পরীক্ষা হোক। কিন্তু কোভিড চলে যাওয়ার পরেও আমাদের অনলাইন কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। এবং যত বেশি পরিমাণে ডিজিটাইজেশন করা যাবে ততবেশি ধনী-গরিবের ব্যবধানটা কমে যাবে। এবং একসেস টু ইনফরমেশন মানুষকে ক্ষমতায়িত করবে এটা মাথায় রাখতে হবে। পাশাপাশি জ্ঞানের স্বল্পতা আছে এবং এই বিষয়টা খানিকটা ছায়ার সাথে লড়াই করার মতো বিষয়। এবং সেজন্য আমাদের মনের দরজা জানলা খুলে জ্ঞানের পরিমাণ বাড়াতে হবে। যেন ভিন্ন ওহেব আমাদের সে আক্রমণ করে সেটা মোকাবেলা করার সাহস রাখতে হবে। ফার্মাসিস্টের রেমতে প্রতিটা প্রতিষেধক কার্যকর করতে ১০, ২০, ২৫ বছর লেগে যায়। এখন 12 বছর এখানে আমরা যে কাজটা করছি এটা অনেকটা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকার মতো কাজ করছি। অবশ্য একটা কাজের কাজ করছে যেকোনো মূল্যে জীবন রক্ষা করতে হয় এটা ঠিক। কিন্তু অবশ্যই সেটা আশা করা ঠিক হবে না যেটা ২৫ বছর গবেষণা করে বি ফল পাব সেটা ১ বছরে আমরা পেয়ে যাব।

জিল্লুর রহমানঃ আমি একটু ভ্যাকসিনাইজেশন এর বিষয়টা শুনতে চাইবো। সারাদেশে কিভাবে মানুষ ভ্যাকসিন নিয়েছে বা নিবে তারা উৎসাহী এ বিষয় নিয়ে সংকট মোকাবেলা করা যাবে বলে আপনি মনে করেন?

ড. হোসনে আরা বেগমঃ সারাদেশে শহরতলীর মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ সবাই দেখতে চাই। যদিও গ্রামে তেমন ছিলো না কিন্তু বর্তমানে ভারতের সীমান্তে ভেরিয়েন্ট এলাকায় যেটা হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে যারা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের তেমন একটা আক্রমণ হচ্ছে না। গ্রামেরও এলিট যারা তাদের বেশি আক্রমণ হচ্ছে এবং হসপিটালে আসছে। সুতরাং গ্রামের এবং শহরের শিক্ষিতরা ইমিডিয়েট ভ্যাকসিন চাই তাদের আগ্রহ আছে। কিন্তু আমের অশিক্ষিত মানুষ টাকা দিয়ে রাখতে নিতে রাজি না।

জিল্লুর রহমানঃ করোনাকালীন সময় যে প্রণোদনা গেল সেগুলো মানুষ কতটা পেয়েছে বা মানুষের জন্য পর্যাপ্ত কিনা?

ড. হোসনে আরা বেগমঃ এইগুলো পর্যাপ্ত পরিমানে দেওয়া হয়েছে কিন্তু পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জালিয়াতি হয়েছে। হলে সেটি আবার সরকার বন্ধ করেছে। পরবর্তীতে টাকা দিয়ে যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো 1 একিউরিসিটি অনেক বেশি। কিন্তু প্রকৃত যারা পাওয়ার যোগ্য তাদের থেকে পছন্দের মানুষ গুলোকে বেশি দেওয়া হয়েছে। আর গ্রামের মানুষের কথা কাজ চাই কোনো সাহায্য চাই না। জীবিকা অবলম্বন চাই।

জিল্লুর রহমানঃ কাজ কি পর্যাপ্ত আছে'?

ড. হোসনে আরা বেগমঃ পর্যাপ্ত কাজ নেই আগে যেমন ইন্টার্নালি দেশের বাইরে ছোটাছুটি করতো কিন্তু মাইক্রোসোনা কাজের জন্য। কিন্তু এখন দেশের বাইরেও কাজ বন্ধ। এবং দেশের ভেতরেও এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে অন্য ডিস্ট্রিক্টকে কাজ বন্ধ। তারপরেও চাষীদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সবজির দাম অনেক কম যেমন আলু ফলে অনেক আদর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি এগুলো সরকার বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতো তাহলে একটু লাভ হতো। কৃষি কাজ দিয়েই শ্রম ধারণ ইন্টারভেনশন হয়। আর বেকার শিক্ষিত ছেলেরা ডিজিটাল মেশিনের মাধ্যমে ফলের বাগান, খামার, মৎস্য চাষ ইত্যাদি করতে আগ্রহী। এগুলো দেওয়ার জন্যও সরকারের আর্থিকতার অভাব নাই। কিন্তু ব্যাংকে মেকানিজম সিস্টেম জনিত কারণে সিএমইসিবি কুটির শিল্প এবং মাঝারি শিল্প। আর যদি এটা করা হয় তাহলে কর্মসংস্থান হবে মানুষ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তাদের এমুনেশন সিস্টেম বাড়বে। ব্যস্ত থাকার থেকে বসে থাকলে তিউনিসিয়ান পাওয়ার কমে যায় ফলে করোনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কর্মসংস্থান করতে পারলে করোনার প্রভাবও কমে যেত।

জিল্লুর রহমানঃ এটা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় কোভিদ থেকে মুক্তি কবে পাওয়া সম্ভব হবে। জিওপলিটিক্স এর বিষয়টা কিভাবে দেখা যায়? কবি কে কেন্দ্র করে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমরা যদি ধরে নেই ১-২ বছর পরে কোভিড থাকছে না তাহলে সেই বিষয়টা কিভাবে দেখা যায়?

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহঃ অনিয়মিও একটা চিত্র দেখবার চেষ্টা করলে একটা বিষয় পরিষ্কার ড্রয়িং একটা ম্যাপ ঘটবে পৃথিবীতে। প্রাইমারি বিষয়টা হলো কসমেটিক থিওরিগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে তার একটু ডিম পপুলার করতে হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে আসার বিষয়টাই মাল্টিপ্লিকেশন থিওরি যুক্ত আছে। আর রিড্র না করলে অনেক বিষয়টা আসলে ভায়াবহুল থাকছে না। আর যে প্রক্রিয়ায় ভ্যাল্টআই রাষ্ট্রগুলো বিলীন হয়ে গেছে সেই বিষয়টাও কিন্তু কতটা পৃথিবীর বাস্তবতায় ভায়াবহুল সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। সে রকম পরিস্থিতিতে এলাইনমেন্ট রিলাইনমেন্ট ঘটছে। গণচীন তার ইমিডিয়েট মেম্বারদের কাছে পেতে চাইছে। এই দড়ি টানাটানি খেলাটা আলটিমেটলি অনেক কিছু নির্ধারণ করে দেবে। আবার একটা সময় ভারতের সাথে ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হচ্ছিলো আবার সেটা ছাপিয়ে গণচীনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে ইরান। আবার এরদোয়ানের নেতৃত্রে তুরস্ক ভিন্নমাত্রায় যাত্রা শুরু করেছে। আবার গালফের ছোট ছোট রাষ্ট্র ওয়ার্ল্ড স্টেজে নিজেদের ভূমিকা যতটুকু আছে সেটা ফেল্ট করানোর চেষ্টা করছে। ইন্ডিয়ান স্টেট সৌদি আরব ওই ফন্টে নিজেদের প্রজেক্ট চালু করতে চাচ্ছে না। ট্রাম্পের প্রশাসনের সময় মধ্যপ্রাচ্যের যে যে দেশগুলো প্রভাব ছিল সেটা কিন্তু বাইডেন প্রশাসন আসার পরে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে নানা পত্তন দেশ দেশে ইসরাইল রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়েছে। আবার পরিবেশ-পরিস্থিতি যদি হসপিটালেবন হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে আবার যাযাবর বৃত্তি শুরু হয়ে গেছে। ফলে এরকম টানাপোড়েনের মধ্যে গিয়ে আমরা পড়তে পারি। আবার আমাদের ইমিডিয়েট রাষ্ট্রের সেভেন সিস্টারকে ঘিরে যে রিড্রয়িং ঘরোয়া সম্ভাবনা আছে সেখানে মিজোরাম রাষ্ট্রের একদিকে বাংলাদেশ একদিকে ভারত আর একদিকে মিয়ানমার রয়েছে। সেখানে ইসরাইলের বনিমানিশা একটা বড় গোষ্ঠী দাবিদার যে তারা বনি মানিশা গোত্রের উত্তরপুরুষ। আবার অনেক রাস্ট্র ইমিগ্রেট চলে গেছে কনস্ট্রাক্ট

রাইট ইসরাইলে। সেটা তারা অ্যাসার্ড করে কার্যকর করেছে। ইসরাইলের চিফ রাবায় সেটার স্বীকৃতিও প্রদান করেছে। এখন ইসরাইল রাষ্ট্রেরভ স্টাটাযেডিক ডেথ ওই অর্থে নেই। এবং এত লোককে সম্প্রদন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে অন্য কোন জায়গায় কোন জনগোষ্ঠী নিয়ে যদি ইহুদিদের দেখা যায় তাহলে সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারটি, মেজোরাম ১০০% খ্রিস্টান অপনেশন অদ্ধশুতো ছিলো। আবার তাদের ই একটা অংশ পূর্ণ আবিষ্কার করছে যে তারা ইহুদিদের বংশ। এবং চার্চগুলোরকে সিমিগাওউরে রূপান্তর ঘটাচ্ছে। এটা নিয়ে টাইমস ম্যাগাজিন কাভার স্টুডিও করেছিলো। এবং মিজোরাম স্টেট বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া স্টেট। আর একটা বিষয় রিড্রইং এর ঘটনাটা ঘটলে অনেক সমীকরণ পাল্টে যাবে। সেজন্য আমাদের জ্ঞান ভান্ডার বাড়াতে হবে। লিপ সার্ভিসের যুগ চলে গেছে। যাই হোক ডিপ্লোম্যাটিক আইসিটি বজায় রেখে সে বিষয়ে কে অ্যাড্রেস করতে পারতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ প্রসঙ্গ তোলায় আমার মনে হল কয়েকদিন আগে একটি খবর বেরিয়েছে বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে ইসরাইলের প্রসঙ্গ তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন পাসপোর্টে ছিলো যে ইসরাইল, তাইওয়ান এবং সাউথ আফ্রিকায় ভ্রমণ করা যাবেনা। সাউথ আফ্রিকা, তাইওয়ানে প্রসঙ্গটি অনেক আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ভ্রমণ করা যায় কিন্তু মিলে যাবে না। এটি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছিলেন তারা জানেন না। আবার ষষ্ঠ মন্ত্রী বলছেন আন্তর্জাতিক মান রক্ষার্থে এটা করা হয়েছে। আবার দুই মন্ত্রীই বলছেন ইসরাইলের সাথে সম্পর্কটা আগে যেমন ছিলো সেরকমই। অর্থাৎ সম্পর্ক কোনো সম্পর্ক নেই এবং থাকবে না। সুতরাং আপনার কাছে কি মনে হয় আমাদের পাসপোর্ট কি আগে আন্তর্জাতিক মানের ছিলো না? আর দ্বিতীয়তঃ এই সিদ্ধান্ত আপনি কিভাবে দেখেন আসলে?

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহঃ দেখুন এই কাণ্ডটি প্রথম দিন আসলে বাংলাদেশে ঘটেছে সেটা ঠিক নয়। লাল কেয়ারটেকার গভমেন্টের সময় এই ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থেকে এক্সামিনেশনটা তুলে দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে এটার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত এরকম এক্সেপশন আরো দুই একটা মুসলিম কান্ট্রির পাসপোর্টে হয়তো আছে। এটা স্বীকার করতে হবে একজন নাগরিককে মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা তাকে একটা পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। শিকার করা হোক বা না হোক জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র ইসরাইল। এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তারা বাংলাদেশকে দুই দুইবার স্বীকৃতি প্রদান করেছে বলে তারা দাবি করে। এবং ইসরাইলের মন্ত্রণালয় দক্ষিণ এশিয়া ভিত্তিক যে ডেস্ক আছে তাদের একজন মুখপাত্র মিস্টার পয়েম অভিনন্দন জানিয়েছে এই ঘটনাটিকে। যদিও তারা এই যে তারা নিন্দা কিংবা অভিনন্দন জানাতে পারেন। সেটা তাদের ব্যাপার। কেয়ারটেকার গভমেন্টের সময় যখন সিডর ঘটনাটি ঘটে তখন ইসরাইল ত্রাণ প্রদান করার জন্য বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র পাঠিয়েছে। আমরা ক্যাপ্টিন এভিয়ান পলিসি পার্শ্ব করেছি। ইফতেখার চৌধুরী সাহেব তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলো। আর উপদেষ্টা ছিলেন তিনি ওই পলিসি পালন করেছেন। তখন যে কাজটি করেছিলো আর এখন এরদোয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইসরাইল-বিরোধী একটা চান্স নিয়ে আছে। কিন্তু টার্কিশ রেড কিসল সোসাইটির মাধ্যমে তারা সেই ত্রাণ সামগ্রী আমাদের বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। একইরকম ভাবে পাকিস্তানে যখন ভূমিকম্প হয়েছিলো সেখানেও ইসরাইল ফ্রান্স সামগ্রী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এবং তার বিপন্ন ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানবতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে নীতি স্থাপন করে গেছেন সেটি হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ টু ওয়াল ম্যানিসটুনা। বাংলাদেশ ৬৭র আগে যে কোন বর্ডার আরব-ইসরাইল যুদ্ধের আগে যেটা বিদ্যমান ছিলো এবং জাতিসংঘের যে টুস্টেট সলিউশন সেটা বিশ্বাস করি। সেই অর্থে পরোক্ষভাবে এই বাস্তবতা অস্বীকার করা

যাবে না। স্বীকার করতে হবে আর একটি রাষ্ট্র প্রস্তুত আছে। ডিজুড়োর দৃষ্টিকোণ থেকে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি আমরা প্রধান করিনি উইথ ফেল্ট করে রেখেছি। কিন্তু যখনই এই টুস্টেট সলুশনটা বাস্তবায়িত হবে এবং পূর্ব জেরুজালেমকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে প্যালেস্টাইনের অংশ হিসেবে।

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু এটা কি দাঁড়ায় যে এই পাসপোর্ট পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের কার্যকর তখন এই পাসপোর্ট নিয়ে কেউ গেলে যদি তিনি ইজরায়েলের ভিসা পান, কিন্তু বাংলাদেশের সেটি অপরাধ হবে।

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহঃ এটা যেহেতু ট্রাভেল ব্যান আরোপ করা আছে এবং আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলেছেন যে কেউ যদি এই কাজটি করেন তাহলে তাকে সাত বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তিনি যাবেন কিন্তু বাংলাদেশ এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে ধরে কারাদন্ডে দন্ডিত করেছে। তার নাম ছিলো সালাউদ্দিন সোয়েব চৌধুরী। এটি খুব বেশি পুরনো ঘটনা নয়। আর এই কাণ্ডটি তার মত যদি কেউ দিয়ে করতে চান তাহলে একই রকম কাণ্ড ঘটবে। আর আমাদের পাসপোর্টে যদি ইসরাইলের ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে স্টাম্প প্রদান করা হয়, যে একজন ব্যক্তি ইসরাইলে রাইস করেছে বা ডিপার্ট করেছে তখন একটা পেপার ট্রেল থেকে যাচ্ছে। এবং তার উপর ভিত্তি করে যখনই দেশে ফেরা হবে বা ইজরাইল বৈরী কোন দেশে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে তখন ঝামেলায় পড়তে হবে। এ বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না।

জিল্লুর রহমানঃ ড. হোসনে আরা বেগম যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন সেটি নিয়ে আপনি চাইলে মন্তব্য রাখতে পারেন নাও রাখতে পারেন? আপনি কি কোন মন্তব্য রাখবেন?

ড. হোসনে আরা বেগমঃ ওই প্রসঙ্গে কলিমউল্লাহ স্যার যে ব্যাখ্যা দিলেন তার সাথে আমি একমত। এটি যথার্থ ব্যাখ্যা এবং বাস্তবতা। তবে আবার একটু দ্বিমত, সেটা হলো যে নিষেধাজ্ঞা ছিল যে একটা দেশ ছাড়া অন্য সব দেশে যাওয়া যাবে এটা থাকা অবস্থায় আমাদের পাসপোর্ট আন্তর্জাতিক মানের পাসপোর্ট ছিলো। আবার ভ্রমণ করলে শাস্তি হবে এই বিষয়টি অনেকের কাছে ধোঁয়াশা যে এর কারণটা কি? আর আমাদের ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ডে এরকম করলে যদি মান বৃদ্ধির জন্য কোন ক্যাটাগরি থাকে যে এই জাতীয় পাসপোর্টে এক নাম্বার মানের পাসপোর্ট বলা যাবে না তাহলেতো সরকার ঠিকই করেছে।

জিল্লুর রহমানঃ ঠিক আছে কিন্তু আপনি তো সেটা প্র্যাকটিস করছেন না। সেটাও তো পৃথিবী জানবে।

ড. হোসনে আরা বেগমঃ কাস্টিং ভাবের পাসপোর্ট টা অন্তত উচ্চমানের থেকে হবে। আমার জানামতে পাসপোর্ট এর কোন ক্যাটাগারাইরাইজেশন নাই। আমাদের যে পাসপোর্ট সেটাই, আর লাল পাসপোর্ট, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট সেগুলো আলাদা।

জিল্লুর রহমানঃ ক্যাটাগারাইরাইজেশন বলতে আমি মনে করি, যে পাসপোর্টে যত বেশি ভিসা লাগে অর্থাৎ যে পাসপোর্ট দিয়ে ভিসা ছাড়া যত বেশি দেশে ঘোরা যাবে সেই পাসপোর্ট এর মর্যাদা তত বেশি। আমি যে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম আসলে এই করোনাকালীন সময়ে গ্রামগুলোতে আমাদের গভারমেন্ট কি ধরনের কাজ করলো? আপনাকে এই প্রশ্নগুলো করছি কারণ সারা দেশেই আপনার নেটওয়ার্ক আছে এবং তৃণমূল পর্যায় আপনি কাজ করেছেন। তাদের ভূমিকা আসলে কি তারা কতটুকু রাখতে পারলো না আসলে রাখতে পারলো না।

ড. হোসনে আরা বেগমঃ আমাদের এই দেশে বিভিন্ন যে দুর্যোগ এসেছে তখন লোকাল গভমেন্ট যেভাবে কাজ করতো জনপ্রতিনিধিগণ, সিভিল সোসাইটি, লোকাল গভমেন্ট এর বিভিন্ন লোকজন বিশেষ করে পলিটিক্যাল পার্টি এখন এগুলো অনেক সীমিত হয়েছে। যারা নির্যাতিত হয়েছে তারা ছাড়া পলিটিক্যাল পার্টি বলি, লোকাল গভমেন্ট বলি, লোকাল আমলা বলি স্বতঃস্ফূর্ততা অনুধাবন হয় নাই। যেমন প্রথম উপস্থাপন করলেন যে লোকাল এনজিওরা তারা কি করলো তাদের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ততা কম। এটা সীমিত তারা চাইছে তাদের সাথে যারা ব্যবসা করছে তারা যাতে ভাল থাক এরকম একটা আগ্রহ যত আছে এনজিওরাও তেমন কিছু করছে না। যেমন করছে না লোকাল গভমেন্ট, লোকাল সমাজসেবকগনণ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গান একসময় করেছে গভমেন্ট কখন দেবে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করবে তা না। নিজের থেকেই ডিস্ট্রিবিউট করেছে। এই পরিমাপ করে মানুষকে মানুষের কাছ থেকে ডিস্টেন্সে রাখছে। সামাজিক দূরত্ব বলতেছি মনের দূরত্বও কিছুটা হয়ে যাচ্ছে। ডিজে কোভিডের ফলে। যার ফলে নিসংসতা, দূর্নীতি, অনিয়ম এমনকি কোভিড ননকোভিড সার্টিফিকেট ভেজাল জিনিস এই যে বিষয়গুলি এটা নৈতিকভাবে মানুষের সোশ্যালাইজেশন মনে হয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

জিল্লুর রহমানঃ একটা বিষয় আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই ধরা যাক ১-২ বছরের মধ্যে আমরা সবাই ভ্যাকসিন পাবো ১-২ বছরের মধ্যে কোভিড থেকে যদি মুক্তি মেলে পোস্টকোভিড বাংলাদেশের সিনারিটা আপনি কি দেখেন বাংলাদেশ আসলেই কি কি সংকট কোভিদ উত্তর হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ড. হোসনে আরা বেগমঃ কোভিড সংকট আমার দৃষ্টিতে যেটা হতে পারে হুজ গুজ, এইযে আইসোলেট হচ্ছে মানুষ একে অপরের কাছে সহায়তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগোচ্ছে না। কেউ কারো বাড়িতে আসতে দিচ্ছে না দূরে থাকছে এই বিষয়টা মানুষকে ডিসটেন্স রাখবে আসে যার ফলে মানুষের নৈতিকতা অনৈতিকতা বাড়বে। আমাদের প্রিকোভিড পিরিয়ডেও ছিলো যে আমরা ধ্বনি অনেক ধনী গরিব অনেক গরিব এই জিনিসটা আরও বেড়ে যেতে পারে। তো সেটা সরকারের এখন থেকে করা উচিত। সরকারের প্রণোদনা বেশিরভাগই যারা ধনী তারা পেয়েছে। তাতেও মানুষের মধ্যে একটা অসন্তুষ্টি বিরাজ করছে। যে আমরা তো সরকারের থেকে কিছু পেলাম না শুধু আমাদের নাম ভাঙ্গানো তালিকা নিলো। কিন্তু সরকার যথেষ্ট দিচ্ছে। যেমন সামাজিক সুরক্ষা খাদ্যে বিপুল বাজেট সেখানেও প্রপার সিলেকশন হচ্ছে না। সে বিষয়গুলো আগামীতে এমন হতে পারে। দুর্যোগের সময় বিপদের সময় বন্ধু চেনা যায়। বিপদের সময় যারা সহযোগিতা করে না এদের ওপর মনে দাগ কেটে যায়। ভারত আমাদের অত্যন্ত আকৃতি বন্ধু কিন্তু ভ্যাকসিনের সময় ভ্যাকসিন পাওয়া যায় না, চালের সময় চাল পাওয়া যায় না, পেঁয়াজের সময় পাওয়া যায় না আর বাকি সব ঠিক আছে। অনেকে বলে ভারত আমাদের বন্ধু কিন্তু আমরাও ভারতের বন্ধু। পাকিস্তান ভারত কে অনেক অত্যাচার করতো তারা অনেক অশান্তিতে ছিলো। কিন্তু আমরা শান্তি চেয়েছি এরকম কথাও অনেকে বলে।

জিল্লুর রহমানঃ আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসছি আপনি কি আর কিছু যোগ করতে চান?

ড. হোসনে আরা বেগমঃ আমি যোগ করতে চাই এটা আগামী বাজেট যেটা হচ্ছে এটা যেন গরিব মুখেই বাজেট হয়। কর্মসংস্থানের নিমিত্তে ক্ষুদ্র ব্যবসা মাঝারি ব্যবসা ক্ষুদ্র ইন্ডাস্ট্রি এগুলোর ভ্যাট-ট্যাক্স একটু কমিয়ে দেওয়া। আর ভ্যাট ট্যাক্স এর জন্য যে পরিধি জাল এটা আরো সম্প্রসারণ করে, আর একজন ক্ষুদ্র সে সাধারণ ব্যবসা করতেছে এখানে এসে তার ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে তারপর তাকে ধরেছে এই যে ক্ষুদ্র রা নাজেহাল হচ্ছে বাংলাদেশে। তারপর শিল্পায়ন করে যেটা বললেন পটানো প্রচুর হয়েছে আমাদের খাদ্য যেমন বিদেশ থেকে কোন প্রতারণা নিয়ে আসি পিয়াজ না নিয়ে আসে গরু ছাগল না নিয়ে আসি বিদেশ

থেকে দুধ আমদানি না করি এগুলো করলেই আমাদের হরেক রকম ভাদর সামগ্রী ফুড প্রসেসিং করে খাদু সংরক্ষণ করে মানুষের কর্মসংস্থান এবং আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি। এই লক্ষ্যে বাজেট করা দরকার।

জিল্লুর রহমানঃ ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ আমরা একেবারে শেষপ্রান্তে কিছু জানতে চাই।

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহঃ যে বিষয়টা আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের অ্যাডাল্ট মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে কোনো মূল্যে। এবং ফরওয়ার্ড লুকিং চিন্তার প্রতিফলন থাকতে হবে আমাদের পলাশীতে। এ বিষয়টি ভুলে গেলে কখনই আমাদের চলবে না। ধন্যবাদ।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক কথা হচ্ছিল নানা বিষয় নিয়ে এবং বাংলাদেশ তো বটেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চলমান অস্থিরতার মধ্যেও রয়েছে আমাদের অতিথিরাও তা বলছেন। সেখানে তারা বারবারই বলেছেন কর্মসংস্থান শিক্ষায় জিনিস গুলো যদি আমরা জোরদার করতে না পারি, তরুণসমাজকে না দিতে পারি তাহলে একটা ডিজাস্টার হবে ভবিষ্যতে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে খুলে দেয়া হবে কিনা সেগুলো নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে। সিনিয়রদের ক্লাস খুলে দেওয়া এই বিষয়গুলো আসলে গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে অতিথিরা মনে করছেন। তবে মূল কথা হচ্ছে বেঁচে থাকলে শিক্ষা হবে। বেঁচে থাকাকে আসলে প্রধান বলে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তাই বেঁচে থাকার বিষয়টাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। একই সাথে প্রণোদনা যেগুলোতে দেয়া হয়েছে সেগুলো আসলে সরকারের দেওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু একই সাথে যারা পাওয়ার কথা ছিল তারা পায়নি। এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করব আসলে অনেক জায়গা রয়েছে। দেশে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে সেটি উনারা বারবার বলছেন। পোস্ট কোভিড নার সিচুয়েশন নিয়ে ওয়ার্ল্ডম্যাপের বিভিন্ন জিনিস আলোচনায় এসেছে। এবং পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনে যে প্রবীনদের যে সংকট তৈরি হবে, মানুষ স্বার্থপর হয়ে যেতে পারে বৈষম্য আরো বাড়তে পারে এমনটি ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প হতে আরো বেশি জোরদার দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং ভ্যাট এবং ট্যাক্সে নেটের আওতা সম্প্রসারণ কথা বলা হয়েছে। এবং অতিথি যেটি বারবার বলছিলেন যে, সম্প্রসারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তা করতে হবে। জ্ঞানভান্ডার কারো সম্প্রসারিত করতে হবে। ধর্ষক এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।